بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসলিম জাতির পিতৃপুরুষ
ইব্রাহিম عليه السلام
এর জীবনাদর্শ ও দু'আ

সংকলন
আবু আমনুন সায়্যিদ

বানান ও ভাষারীতি
উম্মে আব্দুল্লাহ জান্নাতুল বাকেয়া

সম্পাদনা
আবু ইউশা আহ্‌সান হাবিব

ইলাননূর পাবলিকেশন

মুসলিম জাতির পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ﷺ এর জীবনাদর্শ ও দু'আ

সর্বস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০২৪

ISBN: 978-984-96887-6-1

নির্ধারিত মূল্য: ৩০০ টাকা

পৃষ্ঠাসজ্জা: শেখ নাসিম উদ্দিন ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। ধন্যবাদ।

ইলাননূর পাবলিকেশন

দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৬-৬৯
ওয়েব: www.ilannoor.com; ইমেইল: publication.ilannoor@gmail.com

সূচিপত্র

বইয়ের কথা ৪

প্রারম্ভিক ৬

ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৯

কুরআনে ইব্রাহিম ﷺ ১৭

বিষয়াদি ও কেন্দ্রীয় মূলভাব ১৭

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইব্রাহিম ﷺ ১৯

ইব্রাহিম ﷺ এর দীন ও একত্ববাদ ৩৩

ইব্রাহিম ﷺ একজন নেতা ও অনুকরণীয় আদর্শ ৪০

নবুওয়াতের বংশধারা ও উত্তরাধিকার ৪৪

আল্লাহর পুরস্কার ও প্রতিশ্রুতি ৫২

ইব্রাহিম ﷺ এর বিশেষ মর্যাদা ও বন্ধুত্ব ৫৭

ইব্রাহিম ﷺ এর দু'আ ও প্রার্থনা ৬২

এক নজরে ইব্রাহিম ﷺ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক আয়াতসমূহ ৬৯

ইব্রাহিম ﷺ এর মুজাহিদ হিসাবে ভূমিকা ৭৩

ইব্রাহিম ﷺ কেন ইসলাম ধর্মে কেন্দ্রীয় চরিত্র ৭৬

ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতির পিতৃপুরুষ না হয়ে কেন ইব্রাহিম ﷺ মুসলিম জাতির পিতৃপুরুষ ৮০

পরিশেষের পরিবর্তে ৮২

বইয়ের কথা

আত্মবিস্মৃত, পরশ্রীকাতর, আপাদমস্তক শিরক, নিফাক, কুফরী এবং অন্যান্য গুনাহে লিপ্ত এই আমরা, যদি খলিলুল্লাহ ইব্রাহিম ﷺ এর দু'আ সমূহকে প্রচলিত অর্থে সাধারণ কোন বিষয়ের তপ-জপ দু'আ হিসেবে বিবেচনা করি তবে তা মহিমান্বিত কোর'আনের অসাধারন অথচ সংক্ষিপ্ত বাক্যালংকারের অনন্য কিন্তু অশ্রুতপূর্ব আয়াত বা নিদর্শন বা Signs সমূহের ছন্দময় ইতিহাস এবং সরল পথ প্রদর্শন থেকে শুধু যে বঞ্চিত হব তা নয়; বরং প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু বিশ্বাসীদের সপক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত অনতিক্রম্য চ্যালেঞ্জ থেকে কোন প্রকার উপকার পাওয়া দূরে থাক - তা আমাদের জন্য হবে মারাত্মক রূপে আত্মঘাতী!

সরল ও সত্যিকার অর্থেই ইব্রাহিম ﷺ ছিলেন একা-ই এক আর্মি (One Man Army)! একা-ই এক উম্মাহ! একা-ই এক জাতি!

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

নিশ্চই ইব্রাহিম ছিলেন একটি উম্মাহ (জাতির প্রতীক অথবা সকল সৎ গুনাবলী সম্পন্ন নেতা), আল্লাহর একান্ত অনুগত ও হানীফা (একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারী)। তিনি মুশরীকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না (সুরা নাহল: ১২০)। শিরক কুফর এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় পাপাচারের উত্তাল-বিক্ষুব্ধ পৃথিবী নামক মহামসমূদ্রে মুসলিম জাতির জাহাজকে নিরাপদ গন্তব্যে আল্লাহর নি:শর্ত আনুগত্যে পৌঁছানোর তাঁর উপর অর্পিত অগ্রণী অধিনায়কের দায়িত্ব পালনে তাঁর উজ্জ্বল-গৌরবদীপ্ত-আপসহীন দৃষ্টান্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা এতটাই পছন্দ করেছেন যে, তা নিয়ে স্বল্প কলেবরে আলাপচারিতা বাতুলতা মাত্র, এবং এ লিখার উদ্দেশ্যও তা নয়!

বরং মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদী জাতি সমূহের পিতা (Patriarch) ইব্রাহিম ﷺ; তাঁর সমকালীন কাফির পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার বাছাইকৃত অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে; হানিফ হিসেবে (ইসলামী একত্ববাদ); মা'বুদ প্রদত্ত ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে একাকী কীভাবে একটি 'আদর্শ জীবন' যাপন করেছিলেন; রেখে গিয়েছিলেন তাক্বওয়া ভিত্তিক অনুকরণীয়-অনুসরণীয় অনুপম নবুয়াত রিসালাতের উত্তরাধিকার; তা কোর'আনের বিভিন্ন সুরার অনেকগুলো আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কেন জানিয়েছেন সে সত্য উপলব্ধি করত: ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক

জীবনে তা থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণে, উম্মাহর পূনঃজাগরণে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উৎকৃষ্ট সফলতা লাভের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা প্রসূত প্রণোদনার সৃষ্টি এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বইটির অনেক আয়াত ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কারন আল্লাহ আয্যা ও জাল নিজেই বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য তাঁর কিতাবে - আল কুর'আনে বিভিন্ন আয়াতের পুনরাবৃত্তি করেছেন।

হে আল্লাহ! শুধুই আপনার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কৃত এ নগণ্য কাজটুকু আপনি কবুল করুন! আমীন।

আবু আমনুন সায়্যিদ

২৫ রামাদান ১৪৩৬ হিজরী

২৯ আষাঢ় ১৪২২ সাল

১৩ জুলাই ২০১৫ ইংরেজী

প্রারম্ভিক

সকল প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য এককভাবে নির্ধারিত, যিনি স্বত:ই প্রশংসিত। দরুদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি। অত:পর, বলা আবশ্যক যে, এই পুস্তিকাটি লিখার উদ্দেশ্য এবং আমার অন্যান্য লিখার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। আমাকে, আমার নিজেকে টার্গেট করে লিখা। কারণ, পরকালে পরিত্রান পেতে আমাকে অবশ্যই দলবদ্ধভাবে নয়, 'এক' ও 'একক' হিসাবে, একা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে- যেদিন কোন বিনিময় (ক্রয় বিক্রয়), বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই (সূরা বাকারাহ: ২৫৪)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ব হজ্জের সাথে মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম ﷺ, তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী হাজেরা ﷺ এবং তাদের চক্ষু শীতলকারী সু'সন্তান ইসমাঈল ﷺ এর স্মৃতি ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবেই বিজড়িত। হজ্জের ইবাদাত সমূহের উৎসমূল কা'বা'য়; আর কা'বা আল্লাহ'র নির্দেশে নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইব্রাহিম ﷺ স্বীয় পুত্র ইসমাঈল ﷺ কে সাথে নিয়ে। পবিত্র কোর'আনে, বিশেষভাবে সূরা ইব্রাহিম সহ অন্যান্য অনেক সূরায়, যেমন সূরা নিসা'র ১২৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'লা ইব্রাহিম ﷺ কে 'খলিল' হিসেবে গ্রহনে ঘোষণা দিয়েছেনঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

[সূরা আন নিসা: ১২৫]

আল্লাহ, ইব্রাহিম ﷺ কে স্বীয় বন্ধুরূপে, 'খলিল' রুপে গ্রহণ করেছেন। এ মর্মে ওহী নাযিল করেছেন, ইব্রাহিম ﷺ এর কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন আমাদের প্রতিপালক স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তা'লা। আল্লাহ'র উজাড় করে আমাদেরকে দেয়া প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি, বিচক্ষণতা প্রয়োগে অসাধারণ সৌন্দর্যমন্ডিত শৈল্পিক সাহিত্য শৈলী এবং সুললিত কাব্যিক মাধূর্য পরিপূর্ণ ইব্রাহিম ﷺ এর দু'আ সমূহ অন্তরের অন্তঃস্থল

এমনভাবে আলোড়িত-আলোকিত করে, পাথর প্রমান কঠিন হৃদয়ের পাষাণ পাঠক শ্রোতাও বোধ করি সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের দর্শন-পঠন-শ্রবণ মাত্রই অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না।

মুসলিম মাত্রই আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাবারাকা তা'লা ইব্রাহিম ﷺ এর অধিকাংশ দু'আ কবুল করেছিলেন সর্বশেষ উল্লেখ্য, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুল মুহাম্মদ ﷺ , ইব্রাহিম ﷺ এর সম্ভ্রান্ত বংশের অধীনস্থ পুরষ এবং বলা হয়ে থাকে যে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

[সূরা বাকারা: ১২৯]

সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ইব্রাহিম ﷺ এর দু'আর বরকতে আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত কর্তৃক প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুহাম্মদ ﷺ । ইব্রাহিম ﷺ এর ঈমান, আভিজাত্য ও মর্যাদা এমন যে, প্রতি দিনের সালাতের একটি ইউনিট তথা দুটি রাকাতও সম্পন্ন করা যায় না শেষ বৈঠকে তার এবং তার বংশধরগণের জন্যে আল্লাহর কাছে রহমত ও বরকতের ধ্বর্ণা না দিয়ে!

"আদম সন্তান মাত্রই গুনাহগার; তবে উৎকৃষ্ঠ হল সে, যে সত্ত্বর তাওবা করে"। সংশ্লিষ্ট হাদীস বিশ্লেষণে বুঝা যায়, আমাদের মুক্তির জন্যে, ক্ষমার নিমিত্তে আমাদের প্রতিপালকের দিকে আমাদেরকে একনিষ্টভাবে, আন্তরিকতার সাথে অতি সত্ত্বর ফিরে যেতে হবে। সুপ্রিয় পাঠক চলুন চিন্তা করি; সে ফিরে যাওয়া (তাওবা) যদি হয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল, আল্লাহ'র হাবীব (Beloved of Allah) মুহাম্মদ ﷺ এর পদ্ধতিতে, আর মুসলিম জাতির পিতা এবং আল্লাহর 'বন্ধু' ইব্রাহিম ﷺ এর মুবারক মুখনিঃসৃত শব্দাবলীতে!!! সুবহানাল্লাহ দু'আ সমূহ মা'বুদের কাছে কবুল না হয়ে কী পারে?

অধিকন্তু, আমাদের মহান প্রতিপালক আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুল ﷺ কে সম্বোধন করে পবিত্র কোর'আনে বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দাও: নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহবানকারী যখনই আমাকে আহবান করে তখনই আমি তার আহবানে সারা দিয়ে থাকি..."

(সূরা বাকারা: ১৮৬)।

আল্লাহু আকবার! তাহলে অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি আমাদের দু'আ সমূহ বিশেষ করে ইব্রাহিম ﷺ এর দু'আ সমূহ ব্যবহার করে কৃত আমাদের প্রার্থনা, আমাদের মিনতি, আমাদের আর্জি আল্লাহ'র মহিমান্বিত দরবারে গৃহীত হবে, ইন শা আল্লাহ!

স্মারক

"...সকল কার্যের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল..."

(সহীহ বুখারী ১/১, সহীহ মুসলিম ২০/৪৬৯২)

ইমাম বুখারী এবং আরও অনেক নেক্কার ইসলামী মনীষীগণ (রাহিমাহুল্লাহ আজমাঈন) উপরোক্ত হাদীস দিয়ে তাদের লিখা শুরু করতেন শুধু এ কারণে যে, তাদের খেদমতটি যেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির উপকরণ হয়, আর তা যেন কোনভাবেই লৌকিকতা বা প্রদর্শন না হয়। কারণ 'রিয়া' বা প্রদর্শন অবশ্যই আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদাতের ক্ষেত্রে 'শিরক' বলে গণ্য হয়। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের ক্ষেত্রেও হাদীসটির প্রারম্ভিক শব্দাবলীর উল্লেখ করে নিজেদের এ কথাটি স্মরণ করালাম যে, আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য হল শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি!

ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কে ছিলেন খলিলুল্লাহ নবী ইবরাহিম ﷺ?

আল্লাহর নবী রাসুলদের (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) জীবনী ও জীবনের গল্পগুলো আজকের পৃথিবীতে একজন ভালো মানুষ হওয়ার এবং আখিরাতে সফল হবার জন্য আমাকে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটি চমৎকার উপায়। আদি একেশ্বরবাদী প্রধান তিন ধর্মের পিতৃপুরুষ নবী ইব্রাহিম ﷺ এর জীবন এবং প্রজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে কৌতুহলী করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য তার সংক্ষিপ্ত জীবনী স্মরণ করি। তবে স্মরণে রাখি, আল কোর'আন ও সহীহ হাদীস সমূহের উৎস ব্যতীত অন্যান্য সকল উৎসে বর্ণিত ঘটনাসমূহ আক্ষরিক অর্থেই পরিত্যাজ্য!

নবী ইব্রাহিম ﷺ এর জন্মগ্রহণ

বুৎপত্তিগতভাবে 'ইব্রাহিম' একটি সিরিয়াক ভাষার শব্দ, অর্থ দয়াশীল পিতা (merciful father)। আজ থেকে আনুমানিক (১৯৯৬ খৃষ্টপূর্ব) ৪ হাজার বছর আগে, নবী ইব্রাহিম ﷺ প্রাচীন উর, ক্যালদিয়া (আজকের ব্যাবিলন, ইরাক নামে পরিচিত) শহরে বিখ্যাত মূর্তি ভাস্কর আজর ইবনে নাহুর এবং মারিয়া এর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মূর্তিপূজারীদের একটি পরিবারে বড় হওয়ার কারণে, নবী ইব্রাহিম ﷺ তার পিতাকে কাঠ এবং পাথর থেকে মূর্তি তৈরি করতে দেখতেন। সংক্ষেপে, নবী ইব্রাহিম ﷺ এর জন্মের সময়, মানুষ হয় কাঠ এবং পাথর দিয়ে তৈরি মূর্তি বা গ্রহ, চাঁদ, সূর্য এবং তারকাদের পূজা উপাসনা করত। তবে, অলৌকিকভাবে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল এর অপার রহমতে অল্প বয়সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবী ইব্রাহিম ﷺ কে প্রজ্ঞা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে ধন্য করেছিলেন। ফলে তিনি প্রকৃতি (ফিতরাত) বা সৃষ্ঠিগত যে কোন বিষয়ে অসংগতি দেখলে তা নিয়ে প্রশ্ন করতেন। তার পিতা প্রকৃতি বিরুদ্ধ স্বীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মতবাদকে ন্যায্যতা দেবার শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও এসব উত্তর বা অজুহাত ইব্রাহিম ﷺ কে কখনও সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত করতে পারেনি।

সুমহান ত্যাগ

নবী রাসুলগণের স্বপ্ন সত্য হয়। ইসলামী ইতিহাস অনুসারে, এক রাতে ইব্রাহিম ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে তার প্রিয় পুত্র, নবী ইসমাইল ﷺ কে উৎসর্গ করতে বলছেন। প্রাথমিকভাবে, নবী ইব্রাহিম ﷺ বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। তবে যখন একই স্বপ্ন পরপর তিনটি রাতের জন্য ঘটল, তখন ইব্রাহিম ﷺ স্বপ্নের ঘটনাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওয়াহি বা ঐশী বার্তা হিসাবে মেনে নিলেন।

তখন পর্যন্ত তার একমাত্র পুত্রের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও, ইব্রাহিম ﷺ স্বীয় পুত্র ইসমাইল ﷺ কে উৎসর্গ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কথিত আছে যে, তিনি তার পুত্র ইসমাইল ﷺ কে একটি ছুরি এবং দড়ি নিয়ে আরাফাত পর্বতের শীর্ষে আরোহন করেন। সেখানে পৌঁছানোর পর, ইব্রাহিম ﷺ তার পুত্রকে স্বপ্ন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ সম্পর্কে জানান। আজ্ঞাবহ পুত্র সাথে সাথেই মেনে নেন এবং ইব্রাহিম ﷺ কে চোখ বাঁধার অনুরোধ করেন যাতে তিনি ইব্রাহিম ﷺ আবেগে জড়িত হয়ে না যান। ইসমাইল ﷺ তার পিতাকে তার পা এবং হাত বেঁধে দেওয়ারও অনুরোধ করেন যাতে তিনি ইসমাইল অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন রুপ বাঁধা সৃষ্টি না করেন।

ইব্রাহিম ﷺ তার পুত্রের অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি ইসমাইল ﷺ এর পা এবং হাত বেঁধে দেন এবং নিজের চোখ বাঁধেন। তারপর ইব্রাহিম ﷺ ছুরি নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছা পূরণে উদ্যত হন। কিন্তু যখন তিনি চোখের বাঁধন খুললেন, অলৌকিকভাবে তার সামনে একটি সাদা শিংযুক্ত ভেড়ার দেহ দেখলেন, আর নবী ইসমাইল কে তার পাশে সম্পূর্ন অক্ষত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ইব্রাহিম ﷺ ভেবেছিলেন যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। তখন তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন যা তাকে বলল যে তাকে দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবসময় তার প্রিয় বান্দাদের দেখাশুনা করেন। ঘটনাটি ইব্রাহিম ﷺ এর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করল। আসলে ইবরাহিম ﷺ এর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ন ঘটনাটি আমাদের সকলকে সকল সময়ে আল্লাহর ইচ্ছার উপর অবিচল থাকার গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা দান করে।

ইসলামে তিনি কী জন্য সম্মানিত, সুপরিচিত?

ইব্রাহিম ﷺ তার তাওহীদ, শক্তিশালী বিশ্বাস, নম্র স্বভাব, আন্তরিকতা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি নিবেদিত প্রাণ থাকার জন্য সুপরিচিত। তাঁর জীবদ্দশায়

ইব্রাহিম ﷺ কে অনেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে। আনুমানিক ৭৫ বছর বয়সে, তাঁর বাড়ি ছেড়ে যেতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যাত্রার সময়, ইব্রাহিম ﷺ কে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল তার পুত্র ইসমাইল ﷺ কে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা। ঐতিহাসিকভাবে উক্ত ঘটনার বর্ণনায় ভাষার অলংকার বা লিপিকারদের বা বর্ণনাকারীদের বাগ্মীতার কারনে কিছুটা অতিরঞ্জন হলেও পবিত্র কোর'আন এবং সহীহ হাদীস সমূহের বর্ণনার ঘটনা যে সত্য সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যদিও বাইবেল এর বর্ণনায় ইব্রাহিম ﷺ এর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক ﷺ এর নাম বর্ণিত আছে তবে মুসলিম মাত্রই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হল বাইবেল পুরাতন নিয়ম (Old Testament) বা নতুন নিয়ম (New Testament) কে বিভিন্ন সময়ে বিকৃত করা হয়েছে।

আরেকটি পরীক্ষা ছিল যখন আল্লাহ ইব্রাহিম ﷺ ইসমাইল ﷺ এবং তাঁর মা হাজেরা ﷺ কে মক্কার সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছেড়ে যাওয়ার আদেশ প্রান্ত হয়েছিলেন। ইব্রাহিম ﷺ এই আদেশও পালন করেছিলেন এবং তারপর ফিলিস্তিনে ফিরে যান। মরুভূমির উপত্যকায় বেঁচে থাকার জন্য, ইব্রাহিম ﷺ তাঁর পুত্র এবং স্ত্রীর জন্য কিছু পানি এবং খেজুর রেখে গিয়েছিলেন। ইব্রাহিম ﷺ এর ত্যাগ এবং তাঁর শিশু পুত্র এবং স্ত্রীর জীবন রক্ষার জন্য জমজম কূপের অলৌকিক ঘটনা ঘটে যা শুকনো এবং বন্ধুর জমি থেকে আল্লাহর অপার মহিমায় অলৌকিকভাবে উত্থিত হয়েছিল।

ইব্রাহিম ﷺ এবং তাঁর পুত্র, ইসমাইল ﷺ তাঁদের জীবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী প্রচারে ইসলামের প্রসারে উৎসর্গ করেছিলেন। ইব্রাহিম ﷺ এবং ইসমাইল ﷺ পবিত্র কা'বা নির্মাণ করেছিলেন (সুরা বাকারাহ: ১২৭)। যে পবিত্র পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম ﷺ কা'বার নির্মাণ কাজ করেছিলেন সে পাথরের মধ্যে এখনও তাঁর পায়ের ছাপ রয়েছে। আজ, এই পাথরটি সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মসজিদের মাসজিদুল হারামের ভিতর কা'বা সংলগ্ন তাওয়াফের জায়গায় স্থাপন করা আছে, স্থানটি 'মাকামে ইবরাহিম' নামে সুপরিচিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি তাঁর ধারাবাহিক, নিঃশর্ত আনুগত্যের কারণে, ইব্রাহিম ﷺ কে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 'খলীলুল্লাহ' (আল্লাহর বন্ধু) উপাধি দিয়েছেন।

ইব্রাহিম ﷺ এর শৈশব

শৈশব থেকেই ইব্রাহিম ﷺ তাঁর পিতার কাছে মূর্তিপূজার অসারতা নিয়ে প্রশ্ন করতেন। ইব্রাহিম ﷺ এর অভিযোগ সত্ত্বেও, তাঁর পিতা তাঁকে মূর্তি (দেবতা) বিক্রি করতে পাঠাতেন। একদিন ইব্রাহিম ﷺ কিছু পথচারীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কে

আমার মূর্তি কিনবে? তারা তোমাদেরকে আঘাত করতে পারে না, সাহায্যও করতে পারে না"। তিনি আসলে মানুষকে প্রমাণ করে দেখাতে চাচ্ছিলেন যে দেবতা পূজা করার কোনো অর্থ নেই যারা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না! এটি শুনে, ইব্রাহিম ﷺ এর পিতা তাঁকে তিরস্কার করেন এবং বাড়ি ছেড়ে যেতে বলেন। মূর্তিপূজকদের একটি পরিবারে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও, ইব্রাহিম ﷺ শৈশব থেকেই অকাট্য সত্যের এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে এক অদ্বিতীয় ইলাহ হিসেবে সন্ধান করেছিলেন। তাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে মহান আল্লাহর রাসুল এবং নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন।

ইব্রাহিম ﷺ এর বংশতালিকা

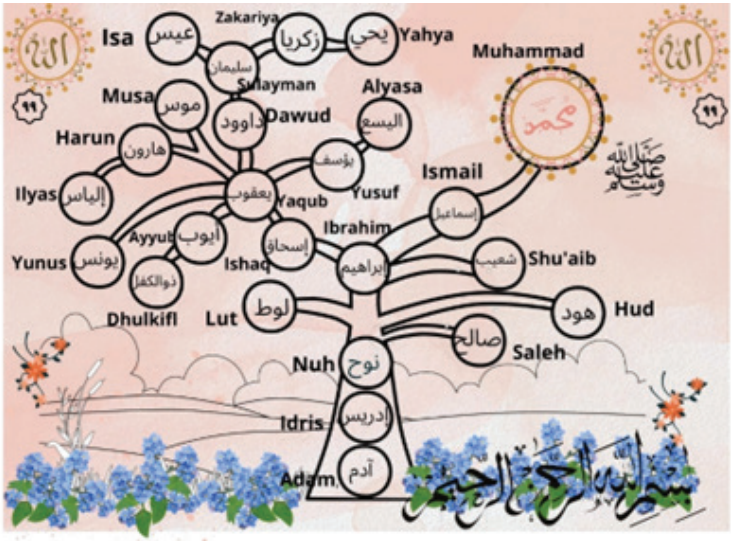

Source: https://ar.inspiredpencil.com/pictures-2023/prophet-ibrahim-family-tree

ইসলামী ইতিহাস অনুসারে, ইব্রাহিম ﷺ কে আরব, ইহুদী এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের পিতা (Patriarch) বলা হয়। এর কারণ হল, আরবরা তাঁর প্রথম পুত্র, ইসমাইল ﷺ এর সন্তানদের থেকে এবং ইহুদীরা ইব্রাহিম ﷺ এর দ্বিতীয় পুত্র, ইসহাক ﷺ এর সন্তানদের থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইব্রাহিম ﷺ এর পুত্র ইসহাক ﷺ ইহুদীদের পূর্বপুরুষ, যারা বনি ইসরাইল নামে পরিচিত; অর্থাৎ 'ইসরাইলের সন্তান'। কারণ ইয়াকুব ﷺ যিনি ইসহাক ﷺ এর পুত্র ছিলেন তাকে 'ইসরাইল' উপাধি দেওয়া হয়েছিল, যার অর্থ 'ঈশ্বরের দাস'। তবে, ইসমাইল ﷺ আরবদের পূর্বপুরুষ, যাদের

থেকে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ জন্মলাভ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ঈসা ﷺ তথা তাঁর মা মরিয়ম ও ইসহাক ﷺ এর বংশ থেকে জন্মলাভ করেছিলেন।

জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের জন্য নবিদের বংশতালিকার একটি বিস্তারিত নকশা পরিশিষ্ট হিসেবে সংযুক্ত হল।

নবিগণের দীন প্রচারের মানচিত্র

Source: ttps://www.reddit.com/r/arabs/comments/9nueag/a_map_of_all_the_prophets_sent_to_the_region_by/

ইব্রাহিম ﷺ কতদিন বেঁচে ছিলেন?

এ ব্যাপারে পন্ডিতদের বিভিন্ন বর্ণনা এবং মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে তিনি ১৯৫ বছর বেঁচে ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ১২০ বছর। তবে, কেউ কেউ বলেছেন যে তিনি প্রায় ২০০ বছর বেঁচে ছিলেন। অন্য আরেক দল ইসলামী পন্ডিতদের মতে ইব্রাহিম ﷺ পৃথিবীতে ১৬৯ বেঁচে ছিলেন। তবে অনেকে বলেন যে ইব্রাহিম ﷺ পৃথিবীতে ১৫০ বছরের বেশি বেঁচেছিলেন। আসলে তিনি কত বছর হায়াত পেয়েছিলেন সে বিষয়ে আল্লাহ অধিক অবগত।

ইব্রাহিম ﷺ এর স্ত্রী কে বা কারা ছিলেন?

ইব্রাহিম ﷺ কে ইহুদীধর্ম, ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মের পিতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হল তিনি দুটি ভিন্ন পটভূমি থেকে আসা দুই মহিলার সাথে বিবাহিত ছিলেন। ইব্রাহিম ﷺ এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা , ছিলেন একজন মিশরীয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে তাকে আল্লাহর আদেশে শিশু পুত্র ইসমাইল ﷺ সহ মক্কায় রেখে আসা হয়েছিল। হাজেরা তাঁর শিশু পুত্রের জন্য পানি অনুসন্ধানে, সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌঁড়েছিলেন যখন প্রধান ফেরেশতা জিবরাইল ﷺ হাজির হন। এক বর্ণনায় আছে যে জিবরাইল ﷺ তাঁর পাখা দিয়ে মাটি আঘাত করেন, ফলে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসে। তা এমন ছিল যে পানির গতি থামানোর জন্য হাজেরা চিৎকার করে বলেছিলেন " জম! জম!", যার অর্থ "থাম! থাম!"। তারপর থেকে অদ্যাবধি, বিশ্বের সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানির কূপটিকে জমজম বলা হয়। বুৎপত্তিগতভাবে 'ইসমাইল' একটি সিরিয়াক ভাষার শব্দ, অর্থ শোন! হে বর (listen! O God)।

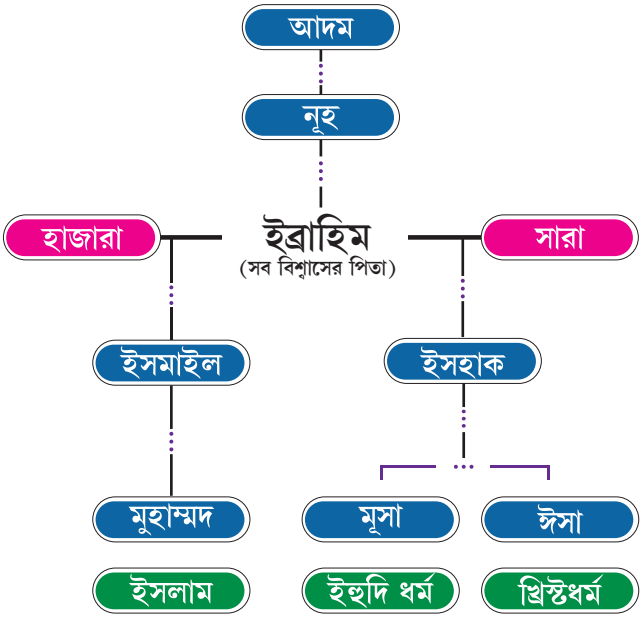

Source: https://ar.inspiredpencil.com/pictures-2023/prophet-ibrahim-family-tree

ইব্রাহিম ﷺ এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন সারা যিনি হেব্রন, ফিলিস্তিন থেকে এসেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র নবী ইসহাক ﷺ এর মা এবং ইব্রাহিম ﷺ এর পাশে একটি অনিন্দ্য সুন্দর ইসলামী জীবন যাপন করেছিলেন। এমন বর্ণনা ও পাওয়া যায় যে, তখনকার পৃথিবীতে ঐ দুই জন ইবরাহিম ও সারা ছাড়া আর কোন মুসলিম ছিলো না।

ঐশী জ্ঞান নিঃসৃত প্রজ্ঞা দিয়ে তাওহীদের দিকে আহবান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রাসুল নিযুক্ত হওয়ার পর, ইবরাহিম ﷺ তাঁর জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করেছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী প্রচার করার জন্য। তার জীবনে অনেকগুলো অগ্নিপরীক্ষা এসেছিল। তন্মধ্যে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার অগ্নি পরীক্ষাও ছিল। ঘটনাটি ছিল এমন যে, তার শহরের একটি বড় অনুষ্ঠান উদযাপনে সকলে যখন চলে গিয়েছিল তখন, ইব্রাহিম ﷺ মূতিপূজার মন্দিরে চুপিসারে প্রবেশ করেছিলেন এবং সকল ছোট ছোট মূর্তি ধবংস করে শুধু বড় মূর্তির ঘাড়ে একটি কুঠার রেখেছিলেন। যখন লোকেরা মন্দিরে ফিরে এল, তখন তাঁরা তাঁদের মূর্তির (মিথ্যা দেবতা) অবশিষ্টাংশ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। লোকেরা দ্রুত স্মরণ করে যে ইবরাহিম নামের এক যুবক তাঁদেরকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকতে ও এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপাসনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই, তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে বলল, "তুমি কি মূর্তিগুলি ভেঙ্গেছো?"

ইব্রাহিম ﷺ উত্তরে বললেন, "না! বড় মূর্তিটিই এটি (ছোট গুলোকে ভেঙ্গেছে) করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করো।" এই উত্তর শুনে লোকেরা বলল, "তুমি জানো যে তারা কথা বলতে পারে না।" তখন ইবরাহিম ﷺ মন্তব্য করলেন, "তাহলে তোমরা এমন জিনিসের উপাসনা কিভাবে করতে পারো যা নিজেদের জন্য কথাও বলতে পারে না? যারা নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারে না!"

আগুনে নিক্ষেপের অগ্নিপরীক্ষা

অনেক ঐতিহাসিকগনের মতে আগুনের ঘটনা ব্যাবিলনের তৎকালীন রাজা নিমরুদেও (Nimrod) সময় ঘটেছিল। লোকেরা ইব্রাহিম ﷺ কে জীবন্ত মারতে চেয়েছিল। তাঁকে মেরে ফেলার কারন ছিল একটাই। তিনি তাঁর জাতিকে মূর্তি পূজা বা অন্যান্য ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করে এক অদ্বিতীয় একক আল্লাহ আয়যা ওয়া জাল এর ইবাদাত করার জন্য প্রতিনিয়ত তাদেরকে আহবান জানাতেন। অতএব, নমরুদ তাঁর বাহিনীকে ইব্রাহিম ﷺ কে একটি বিশাল আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়। আগুন প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথেই ইব্রাহিম ﷺ কে বেধেঁ জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তখন তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য কামনা করেছিলেন। তাই, আল্লাহ

সুবাহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশে, আগুন অলৌকিকভাবে ঠান্ডা এবং আরামদায়ক হয়ে যায়। ইব্রাহিম ﷺ লেলিহান আগুন থেকে অলৌকিকভাবে অক্ষত বেরিয়ে আসেন।

ইব্রাহিম ﷺ মুসলিম জাতির কেন্দ্রীয় চরিত্র

নবী, রাসুল, উম্মাহ, জাতি, হানীফ, মুজাহিদ, খলিল ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত এক অনুপম চরিত্র ছিলেন হযরত ইব্রাহিম ﷺ । বইয়ের শুরুতে যেমন বলেছি, তাঁর জীবন আলেখ্য আঁকা জীবন চরিত্র বিশ্লেষণ করা এই বইয়ের কয়েকটি পাতায় অসম্ভব। তারপর ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে আল কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমাদের পিতা ইব্রাহিম ﷺ এর যাপিত জীবন থেকে তাঁরকৃত দু'আ সমূহ থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করব।

> ''আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন সামর্থ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি''।
>
> (সূরা হুদ : ৮৮)।

ইব্রাহিম ﷺ এর সফর মানচিত্র

Source:https://headerimaging.blogspot.com/2011/05/peta-perjalanan-nabi-ibrahim.html